যুগান্তর

JAN 05 2002

রাজশাহী বিআইটিকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার দাবিতে আন্দোলন জোরদার হচ্ছে

উত্তম কুমার দাস, *রাজশাহী থেকে*

রাজশাহীর বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি (বিআইটি)কে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করার দাবিতে আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের চলমান আন্দোলনের সঙ্গে ওই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরাও শামিল হয়েছেন। শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্যপরিষদ ইতিমধ্যে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিআইটিকে অবিলম্বে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করার দাবি করেছে। পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ড. মোঃ মর্তুজা আলী জানান, বিআইটিকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার জন্য পর্যাপ্ত নিজস্ব জমি, অবকাঠামো, গবেষণাগার ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সুবিধা রয়েছে। এজন্য কোন বাড়তি ব্যয় সরকারকে করতে হবে না। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ১৯৮৬ সালের ১ জুলাই বিআইটিতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু বিআইটি হলেও একাডেমিক ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন না থাকার কারণে প্রতিষ্ঠানে বহুবিধ সমস্যা থেকে যায়। সংশ্লিষ্ট সংবিধিতে বেশ কিছু প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা থাকায় বিআইটির উন্নয়ন ও বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। জানা গেছে, ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ চালু হওয়ায় বর্তমান বিভাগ সংখ্যা চারটিতে উন্নীত হয়েছে। অন্য বিভাগসমূহ হল- পুরকৌশল, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল এবং যন্ত্রকৌশল। কম্পিউটার সায়েন্স ছাড়া অন্য সব বিভাগে (তিনটি) মাস্টার্স (এমএসসি) কোর্সও চালু রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের বর্তমান ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১ হাজার ৩শ'। প্রতি বর্ষে বিভাগ প্রতি ৬০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। বর্তমান শিক্ষক সংখ্যা ৯০ জন। তাদের মধ্যে ৯ জন প্রফেসর এবং ২৫ জনের পিএইচডি ডিগ্রি রয়েছে। জানা গেছে, বিআইটির নিজস্ব জমির পরিমাণ প্রায় ১৫০ একর। একটি ছাত্রী হলসহ পাঁচটি আবাসিক হল রয়েছে। বিআইটির শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্যপরিষদের সভাপতি প্রফেসর ড. মো. ইয়াকুব আলী জানান, আংশিক স্বায়ত্তশাসনের কারণে বিআইটিতে ব্যাপক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও প্রযুক্তির প্রসার ও উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারছে না।